দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 SEP 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

নেত্রকোনা সরকারী কলেজে বিএস,সি ও বি, কম বিভাগ চালু রাখার আবেদন

প্রতিবছর এক লাখ বা ততোধিক ছাত্র-ছাত্রী এইচ, এস, সি পাস করে উচ্চ শিক্ষার আশায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজগুলোতে যায়। কিন্তু মাত্র ১২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী সেখানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। কেউ কেউ অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতেও যায় এবং বাকীরা ফিরে আসে তাদের নিজ নিজ জেলার কলেজগুলোতে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সেশন জটের ফলে তিন বছরের স্নাতক সম্মান কোর্স যখন ছয় বছরেও শেষ হয় না তখন অনেক পিতা-মাতা আর্থিক কারণেও বিশ্ববিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে বর্তমানে পাস কোর্সে পড়ানোর আগ্রহই বেশী দেখান।

এই প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন কলেজ যেমন গুরুদয়াল কলেজ, কিশোরগঞ্জ মুমিনুন্নিছা কলেজ ময়মনসিংহ-এর বিভিন্ন বিভাগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং নেত্রকোনা সরকারী কলেজে বি,এস,সি ও বি, কম বিভাগ দুটো বন্ধ করে দেয়ার পায়তারা চলছে।

দেশে শিক্ষার হার যেখানে লজ্জাজনকভাবে নিম্নমানের সেখানে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এভাবে পঙ্গু করে দেয়ার যৌক্তিকতা কোথায়? আমরাতো জানি "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড" কিন্তু এভাবে জাতির মেরুদণ্ড ভাঙতে থাকলে ভবিষ্যৎ জাতি সোজা হয়ে দাঁড়াবে কি করে? গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করাটা উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে পড়ে না। এটুকু শিক্ষা না থাকলে মানুষ সচেতন নাগরিক হবে কি করে? উক্ত কলেজের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষকের অভাব আগে থেকেই এবং অতীতে এর জন্য কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেও কোন ফল হয়নি। তদুপরি কলেজের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ অভাবনীয় পরিশ্রম করেন যাতে কলেজের ভাল ফল হয় এবং হচ্ছেও।

সর্বোপরি এই ফেরত আসা ৮৮ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর ভাগ্য এবং দেশ ও জনগণের সার্বিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে নেত্রকোনা কলেজসহ যেগুলোর বিভিন্ন বিভাগ বন্ধ করে দেয়ার পায়তারা চলছে সেগুলোতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক প্রেরণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সংকট দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে—
আসলাম উদ্দিন,
মিজানুর রহমান
৩য় বর্ষ বিজ্ঞান,
নেত্রকোনা সরকারী কলেজ।

ডিগ্রী পরীক্ষায় 'আবশ্যিক ইংরেজী'

১২-৯-৮৭ তারিখের দৈনিক সংবাদ-এ প্রকাশিত জগন্নাথ কলেজের শ্রী সুকমলেন্দু মিত্র ইংরেজী বাদ দেয়াকে চক্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। পত্রে ডিগ্রী ক্লাসে ইংরেজী বাধ্যতামূলক করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তিনি আরো লিখেছেন যে, ইংরেজীবিহীন ডিগ্রী নিয়ে মানুষ বেকারত্বের শিকার হচ্ছে।

এ কথা স্পষ্ট যে, 'ডিগ্রী' বলতে শ্রী মিত্র বি,এ (পাস) পরীক্ষা বুঝিয়েছেন। আমরা জানি,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫ সনের বি,এ (পাস) পরীক্ষা থেকে ১০০ নম্বরের আবশ্যিক ইংরেজী তুলে দিয়েছেন। বি,কম/বি,এস-সি (পাস) পরীক্ষার পূর্বেও 'আবশ্যিক ইংরেজী' ছিল না—এখনো নেই। বি, এ (পাস) কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর আবশ্যিক ইংরেজীর অতিরিক্ত বোঝা চাপানোর কোন যৌক্তিকতা নেই এটা উপলব্ধি করেই কর্তৃপক্ষ বি, এ (পাস) পরীক্ষা থেকে 'আবশ্যিক ইংরেজী' বাদ দিয়েছেন। কর্তৃপক্ষের এ পদক্ষেপ 'সত্যি প্রশংসনীয়। ইংরেজীর প্রতি বৈরাগ্য বা অবহেলা নয়, মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনও নয়। বি, এ (পাস) কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর এতদিন যে অবিচার হচ্ছিল, 'আবশ্যিক ইংরেজী' বাদ দিয়ে তার প্রতিকার করা হল মাত্র। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সনের পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ (পাস) পরীক্ষায় মোট নম্বর ছিল ১১০০; অন্যদিকে (বি, কম পাস) এ ১০০০ এবং বি,এস,সি (পাস) পরীক্ষায় ৯০০। লক্ষনীয় যে, তিন বিভাগের মোট নম্বর সমান নয়—১০০।২০০নম্বরের ব্যবধান। আবশ্যিক ইংরেজী বাদ দেয়ার পর কলা ও বাণিজ্য বিভাগের মোট নম্বর সমান (১০০০) হল বটে; কিন্তু উল্লিখিত দু'বিভাগের মোট নম্বর এখনো বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ে ১০০ বেশী।

ইংরেজীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ইংরেজী আন্তর্জাতিক ভাষা—একে উপেক্ষার উপায় নেই। এ জন্যই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত ইংরেজীকে বাংলার মতই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত ভালভাবে ইংরেজী শিখলে তাতেই কাজ চলে—চলছেও। যাঁরা বাণিজ্য বা বিজ্ঞান বিভাগে ডিগ্রী বা মাষ্টার ডিগ্রী নিয়েছেন বা কোন বিষয়ে অনার্স নিয়ে মাষ্টারস ডিগ্রী পাস করেছেন। তাঁরা অফিসে-আদালতে, বিদেশে চাকরি করছেন, শিক্ষকতা করছেন। উচ্চ মাধ্যমিকের পর তাঁদের 'আবশ্যিক ইংরেজী' ছিল না।

বেকারত্ব আমাদের জাতীয় সমস্যা। ইংরেজীর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, ইংরেজের সাথে থাকতে পারে। ইংরেজীবিহীন, ইংরেজীওয়ালা ডিগ্রীধারী অনেকেই বেকার। ডিগ্রীতো শুধু চাকরির জন্য নয় বেকার থাকার জন্যও নয়।

শ্রী মিত্রের আক্ষেপের কারণ হলেও ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার পাসের হার ক্রমেই বাড়ছে। এটা শুভ লক্ষণ। বিগত পাঁচ বছরের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষায় পাসের হারের একটি তালিকা উপস্থাপন করলাম:

	বি,এ (পাস) পাসের হার	বি,কম (পাস) পাসের হার	বি,এস-সি (পাস) পাসের হার
১৯৮২ সন	১৩·২	১০·৬	১৪·৭
১৯৮৩ সন	১৭·০	১৯·৯	২১·৩
১৯৮৪ সন	২২·২	২৫·৩	২৯·৬
১৯৮৫ সন	৪১·৫	৩৪·৬	৩৯·০
১৯৮৬ সন	৪৯·৫৯	৩৪·২	৪৭·৯৬

ওপরের তালিকায় দেখা যায় শুধু 'আবশ্যিক ইংরেজীবিহীন বি, এ (পাস)' নয়, 'চির ইংরেজী বিহীন বি, কম/বি,এস,সি (পাস)' পরীক্ষায়ও পাসের হার প্রায় একই অনুপাতে বেড়েছে।

পরিশেষে বলতে চাই, ডিগ্রী পরীক্ষায় পুনরায় ইংরেজী বাধ্যতামূলক করার শ্রী মিত্রের আবেদন অযৌক্তিক।

কেহ ইংরেজীর প্রতি আগ্রহী হলে বি,এ (পাস) কোর্সে ৩ পত্রে 'ইংরেজী ভাষা' বা 'ইংরেজী সাহিত্য' নিয়ে পড়তে পারে অথবা ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে মাষ্টারস ডিগ্রীও করতে পারে। কর্তৃপক্ষ ইংরেজীতে উচ্চ শিক্ষা নিবার পথে আগল দেন নিই।

মোঃ খায়রুল বাকের